যায়যায়দিন

তারিখ 31 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভিক্টোরিয়া কলেজে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ : আহত ১০

স্টাফ রিপোর্টার কুমিল্লা

আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ, গুলি ও ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। সংঘর্ষে উভয় গ্রুপের অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। শনিবার সকাল সাড়ে ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কলেজের ধর্মপুর ডিগ্রি শাখায় ওই সংঘর্ষ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সকাল ১০টা থেকেই কলেজ ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির সভাপতি জসিম খান কলেজের প্রধান ফটকে এবং সাবেক সভাপতি আজিম খান জুয়েল কলাভবনের প্রধান ফটকে অবস্থান নেন। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে জসিম খানের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটি বহিরাগতদের ক্যাম্পাস থেকে উচ্ছেদের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করে। মিছিলটি শুরু হওয়ার পরপরই জুয়েল ও জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম আহ্বায়ক আফজল খানের ছোট ছেলে আরমান খানের নেতৃত্বে আরেকটি মিছিল বের হয়। জসিম খানের মিছিলটি কলাভবনের দক্ষিণ পাশে মসজিদের কাছে আসামাত্র গুলির আওয়াজ শোনা যায়। জুয়েলের সঙ্গে থাকা নেতাকর্মীরা এ সময় মিছিলটিকে ধাওয়া করলে তারা কলেজের কাজী নজরুল ইসলাম ছাত্রাবাসে আশ্রয় নেয়। একপর্যায়ে উভয় গ্রুপই ইটপাটকেল নিক্ষেপ করতে থাকে। এতে জসিম খানের নেতৃত্বাধীন অংশের নেতা দর্শন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র মোহাম্মদ আজাদ, সোহাগ ও ইমরান আহত হন। একই সময়

সংঘর্ষ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

সংঘর্ষ : ছাত্রলীগের

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কলেজের পাশের একটি মেস থেকে সড়কের ওপর ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ব্যাপারে জসিম খান বলেন, আওয়ামী লীগ নেতা আফজল খানের ছেলে আরমান খান ও ভাতিজা আজিম খান জুয়েল কলেজে ত্রাস সৃষ্টি করেছেন। অনার্সে ভর্তি বাণিজ্য করতে এসে তারা ক্যাম্পাসকে অস্থিতিশীল করছেন। পাল্টা অভিযোগ করে আজিম খান জুয়েল বলেন, জাতীয় সংসদের হুইপ মো. মুজিবুল হকের অনুসারীরা কলেজে গুলি করে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। তারা অন্তত ক্যাম্পাসে তারা আট রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে। কলেজের বৈধ কমিটির আমিই সভাপতি।

কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আবদুল মতিন বলেন, জসিম ও জুয়েলের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ আধিপত্য বিস্তারের জন্য ক্যাম্পাসে মহড়া দিচ্ছে। তারা ক্যাম্পাসে শিক্ষার পরিবেশ ব্যাহত করছে। তবে কলেজে ভর্তি কার্যক্রম যথানিয়মে চলছে।

কুমিল্লার কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী মতিউল ইসলাম বলেন, ছাত্রলীগের দুই গ্রুপ ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের জন্য সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বহিরাগতদের ক্যাম্পাসে আনা হয়েছে। আমরা কঠোরভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছি।

এ ব্যাপারে জেলা আওয়ামী লীগের দুই যুগ্ম আহ্বায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করেও তাদের বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি। তারা দুজনই বর্তমানে ঢাকায় অবস্থান করছেন। জসিম খান হুইপ মো. মুজিবুল হক মুজিবের অনুসারী এবং আজিম খান জুয়েল আফজল খানের অনুসারী।